মাদকবিরোধী শ্লোগানসমূহ

১) আমরা মাদকমুক্ত সুস্থ জাতি চাই।

২) আসুন আমরা সবাই মিলে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলি।

৩) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন।

৪) মাদক নয়, মৃত্যু নয়, মাদকমুক্ত জীবন চাই।

৫) নিজকে এবং অপরকে মাদকদ্রব্যের মরণ ছোবল থেকে বাঁচান।

৬) আপনার নিষ্পাপ সন্তানকে মাদকের নেশা থেকে বাঁচান।

৭) মাদক ছেড়ে সন্তানকে ভালবাসুন, ওদের মাদকাসক্তি থেকে বাঁচান।

৮) মাদকমুক্ত সমাজ মানে অপরাধ মুক্ত সমাজ।

৯) মরণব্যাধি এইডস এর প্রধান কারণ মাদকাসক্তি।

১০) মাদকের ধ্বংসক্ষমতা পারমানবিক বোমার চেয়েও ভয়াবহ ও সুদূর প্রসারী।

১১) "জীবন একটাই, তাকে ভালবাসুন।
মাদক থেকে দূরে থাকুন।"

১২) মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান
দেশের যুব সমাজকে বাঁচান।

১৩) নেশার খপ্পরে পড়ার আগেই আপনার সন্তানকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করুন।

১৪) মাদকাসক্তি একটি মানসিক রোগ
এ রোগ নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করুন।

১৫) নেশামুক্ত সুন্দর জীবন চাই।

১৬) বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে মাদকমুক্ত রাখতে সহায়তা করুন।

১৭) ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালন করুন।

১৮) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস সফল করুন।

১৯) মাদকের নেশা-রক্তধারায় প্রজন্মান্তরে সংক্রমিত হয়।

২০) মাদকমুক্ত সমাজ ও জাতি গঠনই আমাদের লক্ষ্য।

২১) মাদকাসক্ত হওয়া আর আত্মহত্যার মধ্যে পার্থক্য নেই।

২২) মাদকমুক্ত জাতি গঠনে এগিয়ে আসুন।

২৩) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

২৪) ঘরে ঘরে আওয়াজ তুলুন
জীবনের প্রতি "হ্যাঁ" মাদকের প্রতি "না"

২৫) যুবরা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ
মাদকের থাবা থেকে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসুন।

২৬) মাদকাসক্তি মানব সম্পদ উন্নয়নে এক বিরাট অন্তরায়
আসুন সম্মিলিতভাবে এ বাধাকে দূর করি।

২৭) মাদক থেকে দূরে থাকুন।

২৮) প্রতিটি পরিবারই হোক মাদকমুক্ত আদর্শ পরিবার।

২৯) নেশা মানে মরণ
নেশায় বেঁচে শান্তি হরণ।

৩০) মাদক বেঁচে টাকা কড়ি
ঝুলবে গলায় ফাঁসির দড়ি।

৩১) মাদক বিনোদনের মাধ্যম নয়- আত্মহননের পথ।

৩২) যে মাদক অফার করে সে কখনও বন্ধু হতে পারেনা।

৩৩) মাদকের প্রতি কৌতুহল ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

৩৪) ক্রমাগত মাদক সেবন পুরুষত্বহানী ঘটায়।

৩৫) মাদক নেশায় নেইরে সুখ
সব নেশাতেই বাড়ে দুঃখ।

৩৬) ঘুমের ওষুধ ঘুম দেয় না, ঘুম কেড়ে নেয়।

৩৭) এসো নেশা ছেড়ে কলম ধরি,
মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি।

৩৮) এইডস ও হেপাটাইটিসের অন্যতম প্রধান কারণ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা।

৩৯) অতিমাত্রায় ফেন্সিডিল সেবনে রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস হয়।

৪০) হেরোইনের নেশায়
পতন সকল পেশায়।

৪১) গাঁজা ফেন্সি হেরোইন
খেলেই মেধা হয় বিলীন।

৪২) অসৎ সঙ্গে মেশায়
ধরবে মাদক নেশায়।

৪৩) চরশ গাঁজার দমে
মেধা বুদ্ধি কমে।

৪৪) পিতা মাতার মাদক নেশা
রক্ত ধারায় প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়।

৪৫) গর্ভবতী মায়ের যে কোন নেশায় গর্ভস্থ ভ্রূণও নেশাগ্রস্থ হয়।

৪৬) মাদক নেশা, অপরাধ ও অপসংস্কৃতি পরস্পরের অনুষঙ্গী।

৪৭) মাদক নেশা দেহে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে পুরুষত্বহানী ঘটায়।

৪৮) মাদকাসক্তি পারিবারিক ও দাম্পত্য সুখের অন্তরায়।

৪৯) মাদকাসক্তি অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়।

৫০) পারিবারিক বন্ধন ও সম্প্রীতির অভাব মাদকাসক্তির অন্যতম প্রধান কারণ।

৫১) আপনার সন্তানের জন্য একটু ভালোবাসা একটু সময় ব্যয়
তার অনেক ভবিষ্যৎ বিপর্যয় ঠেকাতে পারে।

৫২) অপ্রয়োজনে ওষুধ সেবন নেশার উদ্রেক করে।

৫৩) মাদক আমাদের যুব শক্তিকে ধবংস করছে।

৫৪) পিতা মাতার অবহেলা ও উদাসীনতা সন্তানের মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ।

৫৫) ধূমপান মাদক রাজ্যের তোরণ।

৫৬) মাদকাসক্তকে নয় মাদকাসক্তিকে ঘৃণা কর।

৫৭) খেলাধুলায় বাড়ে বল
মাদক ছেড়ে খেলতে চল।

৬১) জুয়া মাদক তাস
নেশায় সর্বনাশ।

৫৮) নেশাখোরের কারসাজি
ছিচকে চুরি চাঁদাবাজি।

৫৯) মাদক নেশায় বাড়ছে আজ
ছিচকে চোর আর চাঁদাবাজ।

৬০) মাদক নেশায় দেশে আজ
বাড়ছে সন্ত্রাস চাঁদাবাজ।

৬১) মাদকের ছোবল কেউটের ছোবলের চেয়ে ভযঙ্কর।

৬২) নেশার সুখ নেই, টানে সুখ নেই, আছে ভয়াবহ পরিণতি।

৬৩) নেশার ফাঁদে পড়বে যারা
সব হারিয়ে মরবে তারা।

৬৪) মাদক কোন ফ্যাশন নয় ভয়াবহ পরিণতির পথ।

৬৫) অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীরা দেশ ও জাতির শত্রু। এদেরকে ধরিযে দিন।

৬৬) মাদক বেচে যারা
তাদের সমাজ থেকে তাড়া।

৬৭) প্রতিটি ছাইদানী
হয়ে যাক ফুলদানী।

৬৮) নেশামুক্ত জীবন চাই
নিকোটিনমুক্ত বাতাস চাই।

৬৯) মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির শ্রেষ্ঠ ওষুধ ইচ্ছা এবং মনোবল।

৭০) ফেন্সিডিল ও হেরোইন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধবংস করে।

৭১) এইডস এবং মাদক
একসাথে দুই ঘাতক।

৭২) মাদক জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়,
মাদক থেকে দূরে থাকুন।

৭৩) যুবরা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ
মাদকের ছোবল থেকে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসুন।

৭৪)　নেশামুক্ত সুন্দর জীবন চাই।

৭৫)　মাদকের ধবংস ক্ষমতা পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়াবহ।

৭৬)　Drugs: Treatment Works.

মাদকাসক্তি : চিকিৎসায় মুক্তি।

৭৭)　মাদক বর্জন করুন, সুস্থ জীবন গড়ুন।

৭৮)　এইডস ও মাদক দুটিই ঘাতক

মাদকাসক্তদের এইডস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

৭৯)　মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

৮০)　প্রতিটি পরিবারই হোক মাদকমুক্ত আদর্শ পরিবার।

৮১)　'মাদকাসক্তি' জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়,

আপনার সন্তান মাদকাসক্ত হওয়ার পূর্বেই সজাগ হোন।

আপনার সন্তানকে মাদকদব্য থেকে দূরে রাখুন।

৮২)　এইডস্ এক মরণ ব্যাধি! বাংলাদেশে এ রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটছে।

আপনি জানেন কী? ইনজেকশন ব্যবহারকারী মাদক গ্রহীতাদের মধ্যেই এইডস্ আক্রান্তের হার

সবচেয়ে বেশি? অতএব প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৮৩)　যুবরা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ

মাদকের ছোবল থেকে এঁদেরকে রক্ষা করুন।

মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন।

৮৪)　পরিবারের সকল সদস্যেরই পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে।

সকলে দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হউন,

পরিবারের কোন সদস্য যাতে মাদকাসক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

৮৫)　ঢাকাস্থ তেজগাঁয়ে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

আপনার পরিবারের কোন সদস্য মাদকাসক্ত হলে নিঃসংকোচে তাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসুন।